পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
জেশপ বিল্ডিং
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কোলকাতা – ৭০০০০১

পত্রাংক ঃ ৮৮১৭(৩৮)- আর ডি / স্যান/ ৫এম–১/২০০৫ তারিখ ঃ ১৮.১২.২০০৮

প্রেরক ঃ ডঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়, আই.এ.এস,
প্রধান সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর.

প্রাপক ঃ সভাধিপতি, সকল জেলা পরিষদ ।
জেলা শাসক ও নির্বাহী আধিকারিক, জেলা পরিষদ(সকল)
জেলা শাসক, দার্জিলিং ও নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ।

মহাশয় / মহাশয়া,

আপনি অবগত আছেন যে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানের মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি গ্রামে সুস্থ নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে মানুষ মূলতঃ সংক্রামক রোগ ব্যধির হাত থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং তাঁদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে। মানুষের মলমূত্রের নিরাপদ নিস্কাশন এবং সেই সাথে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থেরও নিরাপদ নিস্কাশনের ব্যবস্থাপনার জন্য এই অভিযানের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ।

সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ২০০৪-০৫ সাল থেকে নির্মল গ্রাম পুরস্কার দেওয়া শুরু করেছেন। ফলতঃ এই অভিযান রূপায়ণে গ্রামাঞ্চলে দারুন উৎসাহের সঞ্চার করেছে। আমাদের রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৯৩২টি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পুরস্কার পেয়েছে। আবার বেশ কিছু জেলায় প্রচার প্রসার কর্মসূচীর অভাবে স্বাস্থ্যবিধান অভিযান বিশেষতঃ শৌচাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে ভীষনভাবে পিছিয়ে আছে।

এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে যে গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রাম পরিদর্শন করে গ্রামের স্বাস্থ্যবিধানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করবে। এই প্রতিবেদনের মান অনুযায়ী ব্লক স্তরে প্রথম তিনটি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। অনুরূপভাবে জেলা স্তরেও সার্বিকভাবে ব্লকস্তরগুলির মধ্যে থেকে প্রথম তিনটি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। ছাত্র- ছাত্রীদের দ্বারা গ্রাম পরিদর্শনের ফলে এলাকার সাধারন মানুষ শৌচাগার তৈরী ও ব্যবহার করা এবং রক্ষনাবেক্ষনের সুফল বিষয়ে অবহিত হবেন। খোলা মাঠে মলত্যাগ পুরোপুরি বন্ধ করতে সচেষ্ট হবেন। অন্যদিকে এই গ্রাম পরিক্রমা অভিযানে যুক্ত হবার সুবাদে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ে সচেতনতার সৃষ্টি হবে এবং আশা করা যায় যে আগামীদিনে তারা স্বাস্থ্যবিধানের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিজ নিজ এলাকায় কর্মসূচীর স্থায়ী সুফল সুনিশ্চিত করতে নিজেদের নিয়োজিত করবে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজ এলাকায় শৌচাগারের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা এবং সার্বিক পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে করনীয় কাজগুলি চিহ্নিত করতে পারবে এবং অতিশীঘ্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

এই প্রতিবেদন অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সেই গ্রামের উন্নতি সাধনের জন্য প্রচার প্রসার বা অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহন করতে পারবে। এই ধরনের পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়নের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় স্যানিটারী মার্ট প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য আলাদাভাবে অর্থ প্রদান করা হবে। যে সমস্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করতে ইচ্ছুক হবেন তাদের মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হবে।

এই সমগ্র কর্মসূচীটি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, অনুকূল আবহাওয়ায় অর্থাৎ নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে রূপায়িত হবে ।

পরিকল্পনার রূপরেখা এবং রূপায়ণ পদ্ধতি

১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর অনধিক ৬ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা দল তৈরী হবে। প্রতিটি গ্রামে এরকম একটি দল গঠন করা হবে। ঐ দল বাড়ি,বিদ্যালয়, আই. সি.ডি.এস কেন্দ্র, নলকূপ ইত্যাদি পরিদর্শন করবে। এছাড়া খোলা মাঠে মলত্যাগের জায়গাগুলিও চিহ্নিত করবে। সামগ্রিক ভাবে গ্রামটি ঘুরে দেখে গ্রামে স্বাস্থ্যবিধানের প্রকৃত অবস্থা সর্ম্পকে একটি প্রতিবেদন তৈরী করবে । প্রতিবেদনটির কোনও নির্দিষ্ট ছক থাকবে না। তবে প্রতিবেদন তৈরীর সূত্রগুলি উল্লেখ করা থাকবে। প্রতিবেদনটির সঙ্গে গ্রামের একটি মানচিত্রে স্বাস্থ্যবিধানের নিরিখে গ্রামের ভাল, খারাপ এলাকা, খোলা জায়গায় মলত্যাগের এলাকা ইত্যাদি চিহ্নিত করলে ভাল হয় । প্রতিবেদনটি যাতে বস্তুনিষ্ঠ হয় এবং স্বাস্থ্যবিধানের সমস্যা সমাধানে ছাত্র ছাত্রীদের মৌলিক চিন্তা যাতে প্রাধান্য পায় সে বিষয়ে নজর দিতে হবে । প্রতিবেদনটি অনধিক এক হাজার শব্দের হওয়া বাঞ্ছনীয় । প্রতিবেদনটি তৈরীর সূত্র সংযোজনী -১ এ দেওয়া হলো

২. গ্রাম পরিদর্শনের কাজ শুরু করার পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনধিক তিন ঘন্টার একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। এই প্রশিক্ষণে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত প্রচার উপকরণ ছাড়াও নির্দিষ্ট গ্রামের পরিবার, বিদ্যালয়, আই.সি.ডি.এস ইত্যাদির সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি ও গ্রামের একটি ম্যাপের কপি দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পরিদর্শনের পদ্ধতি ও প্রতিবেদন তৈরী সর্ম্পকে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় করা হবে।

৩. প্রতিবেদন তৈরী হবার পর ছাত্র ছাত্রীরা এটিকে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/ শিক্ষিকার নিকট জমা দেবে , তিনি এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিবেদনটিতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মনোনীত একটি কমিটি প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে মান অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্হানাধিকারী দলকে চিহ্নিত করবেন। প্রথম তিনটি দলকে দলগতভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার মূল্য প্রথম ৪০০.০০ টাকা , দ্বিতীয় ৩০০.০০ টাকা এবং তৃতীয় ২০০.০০ টাকা

৫. পঞ্চায়েত সমিতিস্তরে মনোনীত কমিটি প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম স্হানাধিকারী দলের প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে মান অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্হানাধিকারী দলকে চিহ্নিত করবেন। প্রথম তিনটি দলকে দলগতভাবে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার মূল্য প্রথম ৫০০.০০ টাকা, দ্বিতীয় ৪০০.০০ টাকা এবং তৃতীয় ৩০০.০০ টাকা ।

৬. অনুরূপভাবে জেলা পরিষদ স্তরে মনোনীত কমিটি প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম স্হানাধিকারী দলের প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে মান অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্হানাধিকারী দলকে চিহ্নিত করবেন। প্রথম তিনটি দলকে দলগতভাবে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার মূল্য প্রথম ১০০০.০০ টাকা , দ্বিতীয় ৭০০.০০ টাকা এবং তৃতীয় ৫০০.০০ টাকা ।বিভিন্নস্তরে মনোনীত কমিটি সংযোজনী- ২ এ তে দেওয়া হলো

৭. যে সমস্ত দলের ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম পরিদর্শনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার অনধিক ১০০০.০০ টাকা ব্যয়ে যে কোনও ধরনের প্রচার ও জন সচেতনতা কর্মসূচী রূপায়ন করতে আগ্রহী হবে তাদের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

৮. গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে অংশগ্রহনকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সংশাপত্র দেওয়া হবে। এতে স্বাক্ষর করবেন গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কমিটিতে মনোনীত প্রধান শিক্ষক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এই সংশাপত্রের নমুনা সংযোজনী-৩ এ দেওয়া হল। অন্য দুটি স্তরেও শুধুমাত্র প্রথম . দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিযোগীকে সংশাপত্র দেওয়া হবে ।

৯. প্রতিবেদনগুলির অনুলিপি বিদ্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিস্তরে থাকবে। এর ভিত্তিতে

ক)বিদ্যালয়গুলি এলাকার স্বাস্থ্যবিধানের অবস্থার উন্নতির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম যথা আলোচনা সভা, পদযাত্রা, রচনা, বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন।
খ) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বাকী পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ, বিদ্যালয় শৌচাগার নির্মাণ, ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন, জঞ্জাল অপসারন, খোলা মাঠে মলত্যাগ বন্ধ ইত্যাদি এবং এলাকায় সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

১০. সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাটি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রূপায়িত হবে। পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগতভাবে কর্মসূচীটি রূপায়ণে সহায়তা করবে।

১১. পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান সমূহের তত্ত্বাবধানে কর্মসূচীটির সফল রূপায়ণের দায়িত্ব প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে স্যানিটারী মার্টের ওপর ন্যস্ত হবে। তবে শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যেখানে স্যানিটারী মার্ট দূর্বল, সেই সমস্ত ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতি তার এলাকাধীন সমাজকল্যানমূলক কাজে যুক্ত কোনও রেজিস্ট্রিকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এই কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব দিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সংগঠনটি অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্বে রেজিস্ট্রীকৃত হওয়া আবশ্যক এবং এরূপ দায়িত্ব অর্পণের বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির সভায় বিস্তৃত আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করতে হবে।

১২. কর্মসূচীটি রূপায়ণের জন্য একটি নমুনা বাজেট সংযোজনী-৪ এ দেওয়া হল। কর্মসূচী রূপায়ণ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত প্রচার প্রসার সংক্রান্ত তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের এর ভূমিকা

(নিম্নলিখিত কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উপসমিতির মাধ্যমে নির্বাহ করবেন)

১. স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা
২. স্যানিটারী মার্টের সাথে যোগাযোগ
৩. গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে আলোচনা সভা
৪. গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের এই বিষয়ে অভিমূখীকরণ কর্মসূচীতে সহায়তা করা।
৫.বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা গ্রাম পরিদর্শন কর্মসূচী সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় সহায়তা করা।
৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য / সদস্যাদের এই কর্মসূচীতে যুক্ত করা।
৭. পুরস্কার বাছাইয়ে বিচারক মণ্ডলী গঠন করা।
৮. পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
৯. গ্রাম পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন।
১০. গ্রাম পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা যে সব কর্মসূচী রূপায়ণ করার প্রস্তাব দেবে সেগুলি রূপায়ণে সহায়তা করা।
১১. গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় কর্মসূচীটির পর্যালোচনা করা।
১২. গ্রাম পরিদর্শনে অংশগ্রহনকারী ছাত্র/ ছাত্রীদের প্রদেয় শংসাপত্রে প্রধানের স্বাক্ষর প্রদান।

পঞ্চায়েত সমিতির ভূমিকা

(নিম্নলিখিত কাজগুলি পঞ্চায়েত সমিতি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির মাধ্যমে নির্বাহ করবেন)

১. সামগ্রিক কর্মসূচীটির তদারকি।
২. কর্মসূচীটি সুষ্ঠভাবে রূপায়ণের জন্য স্যানিটারী মার্টকে এই কাজে নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পন করা ও সহায়তা করা।
৩. পঞ্চায়েতের সমিতির সকল সদস্য / সদস্যাদের এই কর্মসূচীতে যুক্ত করা।
৪. ব্লক পর্যায়ে পুরস্কার বাছাইয়ে বিচারক মণ্ডলী গঠন করা।
৫. ব্লক পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
৬. গ্রাম পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন।
৭. গ্রাম পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যে সব কর্মসূচী রূপায়ণ করার প্রস্তাব দেবে সেগুলি রূপায়ণে সহায়তা করা।

৮. পঞ্চায়েত সমিতির সভায় কর্মসূচীটির পর্যালোচনা করা ।
৯.পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রূপায়ণ ও প্রনয়ন করা।

<u>বিদ্যালয়ের ভূমিকা</u>

১. নবম শ্রেনীর ছাত্র/ছাত্রীদের চিহ্নিতকরন এবং দল গঠন করা ।
২. কোর টিচার চিহ্নিতকরন ।
৩. স্যানিটারী মার্টের সাথে যোগাযোগ করা ও যৌথভাবে কর্মসূচীর পরিকল্পনা তৈরী করা ।
৪. যৌথভাবে স্যানিটারী মার্ট ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমূখীকরণ কর্মসূচী গ্রহন করা।
৫. গ্রাম পরিদর্শনের দিনগুলিতে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধান করা ।
৬. ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রাম পরিদর্শনের দলগত রিপোর্টগুলি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত করা ও স্যানিটারী মার্টে জমা করা।
৭. প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে ঐ এলাকার স্বাস্থ্যবিধান অবস্থার উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করা ।
৮. গ্রাম পরিদর্শনে অংশগ্রহনকারী ছাত্র/ ছাত্রীদের প্রদেয় শংসাপত্রে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর প্রদান ।
৯. গ্রাম পরিদর্শনের ভিত্তিতে ছাত্র/ছাত্রীদের তৈরী করা চেতনা/ প্রচার প্রসার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও স্যানিটারী মার্টের সঙ্গে ছাত্র/ ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া।

<u>স্যানিটারী মার্ট</u>

১. প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট উচ্চ/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করানো ।
২. বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে নবম শ্রেনীর ছাত্র/ছাত্রীদের চিহ্নিতকরন এবং দল গঠন করা
৩. গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা ভিত্তিতে গ্রাম পরিদর্শনের তারিখ ও এলাকা ঠিক করা ।
৪. চিহ্নিত ছাত্র / ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।
৫. প্রশিক্ষণের সময় প্রতিটি দলের হাতে প্রচার প্রসার সংক্রান্ত উপকরণ, নির্দিষ্ট গ্রামের পরিবার সংখ্যা, বিদ্যালয় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য দেবে। এছাড়া সম্ভব হলে মৌজা ম্যাপ থেকে জেরক্স করে গ্রামের একটি ম্যাপের কপি দিতে পারলে ভাল হয়। এই কপি স্যানিটারী মার্ট নেবে। কোনো মৌজায় একাধিক গ্রাম থাকলে প্রতিটি গ্রামের জন্য আলাদা শীট পাওয়া যায়। তবে প্রত্যেকটি ম্যাপকে জেরক্স করার সময় যথাসম্ভব ছোট করে নিতে হবে ।
৬. জেলা পরিষদ থেকে প্রচার প্রসার সংক্রান্ত সামগ্রী সংগ্রহ করা এবং প্রশিক্ষণের সময় এগুলি ছাত্র/ ছাত্রীদের হাতে দেওয়া।
৭. নির্বাচিত ছাত্র / ছাত্রীদের দ্বারা গ্রাম পরিদর্শনের কাজটিতে সহায়তা করা । এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট দুইদিন স্যানিটারী মার্ট গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু দুজন প্রতিনিধিকে কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করানোর জন্য নিয়োজিত করবেন।
৮. পরিদর্শনের রিপোর্টের কপি স্কুলে, গ্রাম পঞ্চায়েতে ও পঞ্চায়েত সমিতিতে জমা দেওয়া ।
৯. পরিদর্শনের রিপোর্টের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী নির্বাচনের জন্য কমিটির অধিবেশন আয়োজন করা এবং বিষয়টি চূড়ান্ত করা ।
১০. পুরস্কার বিতরনী সভা আয়োজন করতে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে সহায়তা করা ।
১১. গ্রাম পরিদর্শনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইচ্ছুক এবং উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা গৃহীত প্রচার প্রসার সংক্রান্ত পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান করা ।

<u>জেলা পরিষদের ভূমিকা ।</u>

১.পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, ও মার্টগুলিকে নিয়ে এই কর্মসূচীর একটি জেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহন করা।

২. নির্দিষ্ট বাজেট মোতাবেক সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্যানিটারী মার্টকে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা ।
৩. সমস্ত প্রশিক্ষণ সামগ্রী ছাপানো ও স্যানিটারী মার্টের মাধ্যমে বিতরণ করা।
৪. মার্ট, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে সমম্বয়সাধন করে পুরো বিষয়টি পরিচালনা করা ।
৫. কাজের অগ্রগতি রাজ্য স্বাস্থ্যবিধান সেলকে অবহিত করা।
৬. জেলা পর্যায়ে পুরস্কার বাছাইয়ে বিচারক মণ্ডলী গঠন করা ।
৮. পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা ।
৯. গ্রাম পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর উন্নয়নের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন ।
১০. গ্রাম পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যে সব কর্মসূচী রূপায়ন করার প্রস্তাব দেবে সেগুলি রূপায়ণে সহায়তা করা ।
১১. এই কর্মসূচীর ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা করা ।
১২.জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের সাথে সমন্বয় করে সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিকে এই কর্মসূচী বিষয়ে অবহিত করানো ।

আশা করি, আপনি আপনার জেলায় বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান , উচ্চ / উচ্চ মাধ্যমিক কর্মসূচীটি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন ।

ভবদীয়

প্রধান সচিব

পত্রাংকঃ ৮৮১৭(৩৮)/১ -আর ডি / স্যান/ ৫এম–১/২০০৫ তারিখ ঃ ১৮.১২.২০০৮

পত্রের অনুলিপি সংযুক্তি পত্রাদিসহ প্রধান সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের নিকট অবগতি ও কর্মসূচীটি সফল রূপায়ণের জন্য বিভাগীয় আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের অনুরোধ জানানোর জন্য প্রেরিত হল।

প্রধান সচিব

পত্রাংকঃ ৮৮১৭(৩৮)/২(৪০) -আর ডি / স্যান/ ৫এম–১/২০০৫ তারিখ ঃ ১৮.১২.২০০৮

সংযুক্তি পত্রাদিসহ অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হল ঃ

১-১৯) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক , সকল জেলা পরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ।
২০) চেয়ারম্যান, টি.এস.সি টাস্ক ফোর্স, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,সিধু কানু ভবন,কেবি-১৮, সেক্টর-থ্রি (III), সল্ট লেক , কোল – ৯৮।
২১) রাজ্য সংযোজক , স্বাস্থ্যবিধান সেল , রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যানী , নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫।
২২-৪০) জেলা সংযোজক(স্বাস্থ্যবিধান) সকল জেলা পরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

প্রধান সচিব

সংযোজনী- ১

গ্রাম পরিদর্শনের প্রতিবেদন তৈরীর সূত্রাদি

(গ্রাম পরিদর্শনের পর ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে)

জেলা ঃ ব্লক / পঞ্চায়েত সমিতি ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ গ্রামের নাম ঃ মোট পরিবারের সংখ্যা ঃ

অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীদের নাম ঃ দলনেতা /দলনেত্রীর নাম ঃ

বিদ্যালয়ের নাম ঃ

সূত্রাদি -

১. ভূমিকা
২. গ্রামে পারিবারিক স্বাস্থ্যবিধান - পারিবারিক শৌচাগার থাকার শতাংশের হিসেব, শৌচাগারের ব্যবহার, শিশুর মল শৌচাগারে ফেলা, শৌচের পর এবং খাবার আগে পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নলকূপের ব্যবহার
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধান- পানীয় জল ও টয়লেট ব্লক আছে কিনা, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার ও প্রস্রাবাগার,টয়লেট ব্লকের ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, শৌচের পর এবং মিড ডে মিল খাবার আগে পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি
৪. পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধান গ্রামের রাস্তাঘাট, পুকুর, বাড়ীর গবাদি পশুর ঘোয়াল, জমে থাকা আবর্জনা, দৈনন্দিন ব্যবহারের জল ও বৃষ্টির জল নিস্কাশন, ঝোপঝাড়, মশা মাছির উপদ্রব ইত্যাদি
৫. * নির্দিষ্ট মানের ভিত্তিতে গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত অবস্থার মূল্যায়ন
৬. স্বাস্থ্যবিধানের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রচার ও জন সচেতনতা মূলক কোনও কর্মসূচীর পরিকল্পনা থাকলে তার উল্লেখ ।
৭. স্বাস্থ্যবিধানের অবস্থার উন্নতির জন্য কোনো অভিনব উদ্যোগ চোখে পড়লে তার উল্লেখ এবং স্বাস্থ্যবিধানের বিষয়ে করণীয় কাজের পরামর্শ প্রস্তাবসহ উপসংহার ।

প্রতিবেদনটি তৈরীর পর অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীগণ এতে স্বাক্ষর করবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রতিস্বাক্ষর করবেন ।

প্রতিবেদন মূল্যায়নের সময় প্রতিটি সূত্রের উপর লিখিত প্রতিবেদনের অংশ সমান গুরুত্ব পাবে।

- **মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্টমান সংযোজনী-১ ক এ দেওয়া হল ।**

সংযোজনী- ১ক

গ্রাম পরিদর্শনের পর মূল্যায়নের মান

ক্রমিক নং	শর্ত	প্রাপ্ত নম্বর
১	গ্রামের সকল পরিবারে শৌচাগার তৈরী হয়েছে এবং সকলে ব্যবহার করেন। গ্রামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ICDS কেন্দ্রে শৌচাগার তৈরী হয়েছে। শৌচাগারের রক্ষনাবেক্ষন ভাল ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। খোলা মাঠে মলত্যাগ পুরোপুরি বন্ধ । শিশুদের মল শৌচাগারে ফেলা হয় । আর্বজনা নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা আছে । গ্রামের নলকূপগুলির চাতাল বাঁধানো। সামগ্রিক ভাবে গ্রামের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন	৫
২	গ্রামের সকল পরিবার ও বিদ্যালয়ে শৌচাগার তৈরী হয়েছে কিন্তু ১০০ ভাগ ব্যবহার হয় না। খোলা মাঠে মলত্যাগ পুরোপুরি বন্ধ নয়। কিছু পরিবারে শিশুদের মল শৌচাগারে ফেলা হয়। আর্বজনা নিষ্কাশনের মোটামুটি ব্যবস্থা আছে । গ্রামের অধিকাংশ নলকূপগুলির চাতাল বাঁধানো। গ্রামের পরিবেশ মোটামুটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।	৪
৩	গ্রামের অধিকাংশ পরিবারে শৌচাগার তৈরী হয়েছে কিন্তু কিছু শৌচাগার তৈরী করা বাকী আছে । বেশ কিছু গ্রামের মানুষ খোলা মাঠে মলত্যাগ করেন। শিশুদের মল শৌচাগারে ফেলা হয় না। আর্বজনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। এছাড়া গ্রামের বিদ্যালয়ে শৌচাগার আছে কিন্তু কিছু বিদ্যালয়ে ব্যবহার হয় না। বিদ্যালয়ের শৌচাগার কিছুটা অপরিচ্ছন্ন। গ্রামের প্রায় অর্ধেক নলকূপের চাতাল বাঁধানো নয়। গ্রামের পরিবেশ ও আংশিক অপরিচ্ছন্ন।	৩
৪	যে গ্রামের শতকরা ৫০ ভাগ পরিবারে শৌচাগার তৈরী হয়েছে এবং বাকী পরিবারে শৌচাগার তৈরী করা হয় নি। বেশ কিছু মানুষ খোলা মাঠে মলত্যাগ করেন। বেশ কিছু বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণ হয় নি । গ্রামের সামগ্রিক পরিবেশ কিছুটা অপরিচ্ছন্ন।	২
৫	যে গ্রামের অধিকাংশ পরিবারে শৌচাগার তৈরী হয় নি । গ্রামের বেশ কিছু বিদ্যালয়ে শৌচাগার তৈরী করা বাকী আছে এবং যা আছে তার ব্যবহার ঠিকমত হয় না। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ খোলা মাঠে মলত্যাগ করেন। গ্রামের পরিবেশ সামগ্রিক ভাবে অপরিচ্ছন্ন।	১

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কমিটি

১. প্রধান শিক্ষক
২. গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালক
৩. গ্রামীণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রতিনিধি
৫. আই.সি.ডি.এস এর সুপারভাইজার
৬. স্যানিটারী মার্টের প্রতিনিধি

পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে কমিটি

১. বিদ্যালয় পরিদর্শক
২. কর্মাধ্যক্ষ , জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি,
৩. কর্মাধ্যক্ষ , শিক্ষা ও ক্রীড়া , স্থায়ী সমিতি
৪. যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
৫. সি.ডি.পি.ও
৬. শিক্ষক , বিদ্যালয়
৭. অধ্যাপক , মহাবিদ্যালয়

জেলা স্তরের কমিটি ঃ

১. জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
২. জেলা সমম্বয়কারী(স্বাস্থ্যবিধান)
৩. কলেজ শিক্ষক , দুইজন
৪. অধ্যাপক , মহাবিদ্যালয়
৫. কর্মাধ্যক্ষ , জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি,
৬. কর্মাধ্যক্ষ , শিক্ষা ও ক্রীড়া , স্থায়ী সমিতি
৭. স্যানিটারী মার্টের প্রতিনিধি

সংযোজনী- ৩

শংসাপত্র

.. .. বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্র / ছাত্রী শ্রী / শ্রীমতি. .. .. পিতা .. .. , ... গ্রাম পঞ্চায়েতের.. .. .. গ্রামে.. .. .. তারিখে স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত গ্রাম পরিদর্শনে নিষ্ঠা সহকারে অংশগ্রহন করেছে এবং পরিদর্শনের প্রতিবেদন যথাযথভাবে তৈরী করে জমা দিয়েছে ।

প্রতিবেদনের মানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী / শ্রীমতি .. .. যে দলে অংশগ্রহন করেছে সেই দল গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে প্রথম/ দ্বিতীয় / তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে ।* আশা করি শ্রী / শ্রীমতি .. .. আগামীদিনে আরও সাফল্যের সঙ্গে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযানে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে ।

প্রধান
.. ..গ্রাম পঞ্চায়েত
(গ্রাম পঞ্চায়েতের সীলমোহর)

সদস্য
গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরের কমিটি
ও
প্রধান শিক্ষক
.. .. বিদ্যালয় / উচ্চ বিদ্যালয়

* এই অংশটি প্রযোজ্য না হলে কেটে দিতে হবে।

সংযোজনী- ৪

বাজেট

গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু (প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে দশটি গ্রাম হিসাবে)

১. **প্রশিক্ষণ খরচ ঃ-**
মাথাপিছু ৩৫.০০ টাকা করে ৬০ জনের জন্য অর্থাৎ দলপিছু ৬জন হিসাবে দশটি গ্রামের ক্ষেত্রে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য [খাতা পেন ১৫.০০টাকা, টিফিন ২০.০০টাকা]
৩৫.০০ টাকা x ৬০জন = ২১০০.০০টাকা

২.প্রচার প্রসার সামগ্রী ২৫.০০ টাকা করে মোট–(২৫.০০ x ১০০টি)= ২৫০০.০০ টাকা।
জেলা পরিষদ এই সামগ্রী প্রস্তুত করে মার্টকে সরবরাহ করবেন।
অনুরূপভাবে জেলা পরিষদ সংশাপত্র ছাপিয়ে পরিদর্শনে অংশগ্রহনকারীদের প্রদান করার জন্য স্যানিটারী মার্টকে পাঠাবে।

৩. **গ্রাম পরিদর্শনের জন্য খরচ ঃ**

টুপি		২০.০০ টাকা
ঝোলা ব্যাগ		৩০.০০ টাকা
পেন, প্যাড,পেনসিল, রবার		২০.০০ টাকা
টিফিন দুই দিন	২০x২	৪০.০০ টাকা
		মোট ১১০.০০ টাকা

মোট ১১০.০০ টাকা x ৮০ জন = ৮৮০০.০০ টাকা। প্রতিটি দলে অনধিক ৬জন ছাত্র- ছাত্রী এবং আরো ২জন(গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য / বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী / মার্ট এর প্রতিনিধি / স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে ২ জন)

৪. চিঠিপত্র / প্রতিবেদন জেরক্স / ম্যাপ ইত্যাদি বাবদ ১৫০.০০ টাকা

৫. পুরস্কার মূল্য- গ্রাম পঞ্চায়েত –
প্রথম ৪০০.০০ টাকা,দ্বিতীয় ৩০০.০০ টাকা, তৃতীয় ২০০.০০টাকা ।

৬. পুরস্কার মূল্য- পঞ্চায়েত সমিতি-
প্রথম ৫০০.০০টাকা, দ্বিতীয় ৪০০.০০, তৃতীয় ৩০০.০০টাকা ।

৭. পুরস্কার মূল্য- জেলা -
প্রথম ১০০০.০০ টাকা, দ্বিতীয় ৭০০.০০ টাকা,তৃতীয় ৫০০.০০ টাকা

৮. পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান বাবদ প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ১০০০.০০টাকা বরাদ্দ করা হবে।

৯. সমগ্র কর্মসূচীটি নির্বাহ করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে স্যানিটারী মার্টের পক্ষ থেকে অনধিক ১৪ দিন বিদ্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামে যাতায়াত এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং কাজকর্ম করার জন্য একজন কর্মীর দিনপিছু সাম্মানিক ও যাতায়াত খরচ ১০০.০০ টাকা হিসাবে মোট ১৪০০.০০ টাকা ।

১০. স্যানিটারী মার্টের প্রতিষ্ঠানগত এবং প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ- ৫০০০.০০ টাকা ।

উপরিউক্ত বরাদ্দের ভিত্তিতে স্যানিটারী মার্টকে প্রদেয় অর্থ

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য	
প্রশিক্ষন খরচ	২১০০.০০
গ্রাম পরিদর্শনের খরচ (১০টি গ্রাম হিসাবে)	৮৮০০.০০
পুরস্কার মূল্য	৯০০.০০
স্যানিটারী মার্টের প্রতিনিধির জন্য	১৪০০.০০
জেরক্স ইত্যাদি	১৫০.০০
মোট টাকা	১৩৩৫০.০০

পঞ্চায়েত সমিতির জন্য	
পুরস্কার মূল্য	১২০০.০০
মার্টের প্রশাসনিক ব্যয়	৫০০০.০০
মোট টাকা	৬২০০.০০

একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামের সংখ্যার ভিত্তিতে এই বরাদ্দের প্রকৃত হিসাব করতে হবে ।